Vesa Oittinen ফিনল্যান্ডের হেলসিঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত Aleksanteri Institute-এর মুখ্য গবেষক। তাঁর সাম্প্রতিকতম বই দুটো হল *Dialectics of the Ideal: Evald Ilyenkov and Creative Soviet Marxism,* edited with Alex Levant (Brill, 2014) এবং *''Marx ohne Bart'? Spinoza in der sowjetischen Philosophie,'* Das Argument 307 (2014)।

দেড়শো বছর পর ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেনস অ্যাসোসিয়েশনের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে

Marcello Musto-র সাক্ষাৎকার নিয়েছেন Vesa Oittinen

এখন প্রথম আন্তর্জাতিক নামে বেশি পরিচিত International Working Men's Association (IWMA) প্রতিষ্ঠিত হয় লন্ডন শহরে ১৮৬৪-র সেপ্টেম্বরে। এই ঘটনার যথেষ্ট গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও এর জন্মের সার্ধশতবর্ষ তেমন গুরুত্ব পেল না। এর থেকে আজকে নিওলিবারেল রাজনীতির কতখানি দাপট সেটা আঁচ করা যায়; বিপরীতে আছে বাম রাজনীতির দুর্বলতা অর্থাৎ মনে হয় তারা নিজেদের অতীত সম্বন্ধে উৎসাহী নয় আর তা থেকে শিক্ষাও নিতে চায় না।

আমাদের সৌভাগ্য, এর ব্যতিক্রমও আছে। টরেন্টোয় ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক Marcello Musto প্রথম আন্তর্জাতিকের অভিজ্ঞতার দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজের অবদান রেখেছেন। তাঁর বই *The International after 150 Years Labour Versus Capital, Then and Now* (Routledge, 2015), *Socialism and Democracy* পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি প্রথম ইংরেজি ভাষায় *Workers Unite* নামে IWMA-এর নির্বাচিত সংকলন সম্পাদনা করেন। *The International 150 Years Later* (Bloomsbury, 2014) বইটি একসাথে পোর্তুগিজ আর ইতালি ভাষায় প্রকাশিত হয়। প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা হওয়ার দু-দশক পর থেকে প্রকাশিত আশিটা দলিল আর সিদ্ধান্ত বইটিতে আছে। এইসব রচনার মধ্যে অনেকগুলোই শ্রমিকরা যৌথ উদ্যোগে খসড়া করেছেন। অর্ধেকের কম সংখ্যক লেখা মার্কস কিংবা এঙ্গেলসের। আর সেই লেখাগুলোও প্রথম আন্তর্জাতিক সাধারণ

কাউন্সিলে আলোচনার ওপর ভিত্তি করে। বইটিতে মূল দলিলগুলো থাকায়, সেটা থেকে শ্রমিকদের স্বশাসিত সংগঠনের প্রথম পদক্ষেপের চিত্তাকর্ষক পরিচয় পাওয়া যায়—সংগঠনটি কেমন ছিল, কী ধরনের শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তারা গিয়েছিল? বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে প্রথম আন্তর্জাতিকের অভিজ্ঞতা আবারও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এই বিশ্বায়নের সঙ্গে উনিশ শতকের শেষ দশকের সাদৃশ্য পাওয়া যায় যখন বিশ্ববাজারে অস্থিরতা দেখা গিয়েছিল।

Vesa Oittinen (VO): আপনাকে আমরা মার্কসের ছাত্র বলে জানি। সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে প্রথম আন্তর্জাতিকের ওপর আপনি একটা বই প্রকাশ করেছেন; মনে হয়, ওই আন্তর্জাতিকে মার্কস সামান্যই অবদান রেখেছেন, প্রায় কোনো কথাই বলেননি। আপনার সম্পাদিত বইটিতে দলিল, ভাষণ এবং যৌথ সিদ্ধান্তগুলি আছে। এগুলো প্রথম আন্তর্জাতিকের নামে কিংবা অন্য শ্রমিক সংগঠনের নামে সেই সময় প্রকাশিত হয়েছিল। তাহলে কি প্রথম আন্তর্জাতিক 'মার্কসের তৈরি' নয়, যেমনটা প্রায়শই বলা হয়ে থাকে?

Marcello Musto (MM): না, মার্কসবাদ-লেনিনবাদে অনেক অতিকথনের মতো এই অতিকথনের বিপরীতেও বলতে হয় IWMA-এ 'মার্কসের তৈরি' নয়। মার্কসকে যেভাবে প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়, তার বিপরীতে বলা যায়, ১৮৬৪-র ২৮শে সেপ্টেম্বরে সেন্ট মার্টিন হলে যে মিটিং হয়েছিল উনি তার সংগঠকদের মধ্যেও ছিলেন না। সেইদিন উনি 'মঞ্চে না-বলা বক্তাদের' মধ্যে বসেছিলেন। এটা এঙ্গেলসকে লেখা তাঁর একটা চিঠি থেকে আমরা পাচ্ছি।

প্রথম আন্তর্জাতিক একজন ব্যক্তি মানুষের 'সৃষ্টির' থেকে অনেক গুণ বেশি—সে মানুষটি স্বয়ং মার্কস হলেও। শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক ছিল এক বিরাট সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রাথমিক কথা (এবং যা ভূতপূর্ব সংগঠন থেকে পৃথক) ছিল, 'শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি নিজেকে অর্জন করতে হবে'—আমাদের কখনো এটা ভুললে চলবে না।

কিন্তু আমি যেটা বলতে চেয়েছি, শুধুমাত্র প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার সময়েই মার্কসের অবদান কম ছিল, সংগঠনের বাকি সময় জুড়ে কিন্তু নয়। সেন্ট মার্টিন হলের মিটিং-এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে মার্কস দ্রুত উপলব্ধি করলেন এবং পরে যাতে সংগঠনটি সফলতার সঙ্গে লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারে তার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করলেন। চৌত্রিশজন কমিটি সদস্যের মধ্যে তিনি শীঘ্র এমন আস্থা অর্জন করেছিলেন যে তাঁর ওপরে Inaugural Address and the Provisional Stat-

utes of the International লেখার দায়িত্ব পড়ে। তাঁকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছিল তার জন্য ধন্যবাদ—কিন্তু আবার বলছি এটা শুধুমাত্র ওই সময়টুকুর জন্য (মার্কসের উপস্থিতিকে ভগবানের মতো করে দেখানো শুরু হয় আরও কয়েক দশক পর থেকে।)। প্রথম আন্তর্জাতিকের এই বুনিয়াদি লেখায় মার্কস নানা বিষয়ে অসাধারণ ধারণা উপস্থাপিত করেছিলেন, একইসঙ্গে কর্পোরেটের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা ও সংকীর্ণতাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। এমনটা পরবর্তীকালে তাঁর অন্যান্য লেখাতেও পাই। তিনি দৃঢ়তার সাথে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামকে একত্রে যুক্ত করেছিলেন এবং আন্তর্জাতিক ভাবনা ও কার্যকলাপকে একটি অপরিবর্তনীয় বিকল্প বলে দেখাতে চেয়েছেন।

VO: নানা রকমের লোকের একতাকে উর্ধ্বে তুলে ধরা নিঃসন্দেহে একটা বিরাট কাজ?

MM : হ্যাঁ, আমি এই বিষয়টা পরিষ্কার করতে চাই। সময়ে সময়ে একতা বজায় রাখা কঠিন হয়ে উঠেছিল, বিশেষ করে যখন মার্কসের ধনতন্ত্র-বিরোধী তত্ত্ব সংগঠনের মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি (১৮৬৮ অবধি— আবার বলি, যদিও দশকের পর দশক ধরে সেই কল্পকথা সংগঠনকে ঘিরে ছিল); সংগঠনের বেশিরভাগ লোক মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিল।

যে যে-অবস্থানে আছে, সেখান থেকে বহুদূরে একটি সংগঠনের মধ্যে সকলের আদর্শগত ও রাজনৈতিক ভাবনার সহবাস ঘটিয়ে একটি কর্মসূচিতে নিয়ে এসে মার্কস এক অসাধ্য সাধন করেছিনে। তাঁর রাজনৈতিক দক্ষতা আপাত বৈরী ভাবনাগুলোর মধ্যে সংগতি এনেছিল, নিশ্চিত করেছিল যে এই আন্তর্জাতিক যেন খুব শীঘ্রই আগেকার শ্রমিক সংগঠনগুলোর মতো বিস্মৃতির গহ্বরে তলিয়ে না যায়। প্রথম আন্তর্জাতিকের সামনে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য যিনি তুলে ধরলেন, তিনি মার্কস; সমস্ত সংকীর্ণতাবাদের উর্ধ্বে, কাউকে বর্জন না করে, অথচ জবরদস্ত শ্রেণিভিত্তিক রাজনৈতিক কর্মসূচির লক্ষ্যে সংগঠনটির একটি গণ-চরিত্র দিলেন মার্কস।

সাধারণ কাউন্সিলের রাজনৈতিক সত্তা ছিলেন মার্কস: সমস্ত মূল প্রস্তাবনার খসড়া এবং কংগ্রেসের রিপোর্ট তৈরি করেছেন মার্কস। IWMA-এর সাধারণ কাউন্সিল সদস্য যোহান জর্জ ইকারিয়াস একবার মার্কস সম্বন্ধে বলেছিলেন, তিনি ছিলেন 'ঠিক সময়ের ঠিক ব্যক্তিটি'।

বইটির ভূমিকায় আমি জোর দিয়ে বলেছি যে, প্রথম আন্তর্জাতিক নানা জাতীয় বিষয়ের রাজনৈতিক সমন্বয়ে মধ্যে দিয়ে যে সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল তার জন্য মার্কসের ধারণক্ষমতাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। মনে রাখতে হবে, সেই সময়ে

এই আন্তর্জাতিক মুখ্যত ছিল শ্রমিকদের এক সংহতি, 'দার্শনিক তৈরির' সংগঠন নয়।

প্রথম দিকে সংগঠনের রাজনৈতিক মধ্যপন্থা অবলম্বনের নীতিকে বদলে মার্কস একটি সুসংহত পুঁজিবাদ-বিরোধী মঞ্চ তৈরি করেন। মার্কসের এই মৌলিক অবদানের পাশাপাশি IWMA-এর নানা অবদানের মধ্যে তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলনের চিত্র পাওয়া যায়। IWMA-কে বিভিন্ন উপদলের গাণিতিক যোগফল বলে মনে করল ভুল হবে, যে দলগুলো সংগঠনে নিজেদের ধারণাকে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য লড়ে যাচ্ছিল (যদিও কংগ্রেসের ঘটনাবলির দিকে যদি আমরা নজর দিই, তাহলে এটাই সত্যি বলে মনে হবে।) IWMA-এর রাজনৈতিক কর্মসূচি নির্ধারণে শ্রমিক সংগ্রাম বড়ো ভূমিকা পালন করে। কর্মসূচির মূল শর্ত ছিল অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য বজায় রাখা।

আমি কয়েকটি উদাহরণ দিই। IWMA-তে কয়েকটি প্রধান অংশগ্রহণকারী (বেশিরভাগই ফরাসি ও জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতারা) প্রথমদিকে মনে করত ধর্মঘট সংগ্রামের হাতিয়ার হতে পারে না। কিন্তু ১৮৬৬-র শেষদিক থেকে ইউরোপের দেশগুলোতে একনাগাড়ে ধর্মঘট চলতে থাকে। এর বিস্তার ও সুফল দেখে শ্রমিকরা আশ্বস্ত হয় যে ধর্মঘট সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার হতে পারে। নিজেদের অধিকার ও সামাজিক ন্যায়ের দাবিতে পুঁজিবাদী উৎপাদনকে রুখে দিতে পারে বাস্তব-জীবনের যেসব নরনারীর অবদান, সেই অবদান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিংবা আরও নির্দিষ্টভাবে বললে সমগ্র সমাজে শক্তির ভারসাম্যে তারতম্য ঘটিয়ে দিয়েছে। একইরকম উদাহরণ দেওয়া যায় রাজনীতিতে শ্রমিক আন্দোলনের যোগদান নিয়ে। IWMA-এর নানা প্রবণতার বিরোধিতা হতে থাকে এই যুক্তিতে যে, শ্রমিকরা শুধুই সামাজিক-অর্থনৈতিক সংগ্রামে নিয়োজিত থাকবে (রাজনীতির আঙিনায় নয়।)। নিঃসন্দেহে এর বিরোধিতায় মার্কসের যথেষ্ট অবদান ছিল, কিন্তু প্যারি কমিউনকে আমাদের ধন্যবাদ দিতে হবে, কারণ প্রথমত IWMA এবং পরে সাধারণভাবে শ্রমিক আন্দোলন উপলব্ধি করেছিল যে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে জোরালো লড়াই করতে তাদের একটি স্থায়ী এবং সুসংগঠিত রাজনৈতিক জোট গড়ে তুলতে হবে।

ওপরের দুটো উদাহরণ থেকে আমরা বলতে পারি, সংগঠনে বিভিন্ন প্রবণতার বিরুদ্ধে শুধুই আদর্শগত লড়াই নয়, বরং এর সাথে শ্রমিকদের জোরদার সংগঠন গড়ে তোলার ফলে IWMA বেশ কিছু রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণকে যুঝতে পেরেছে।

VO: তার মানে প্রথম আন্তর্জাতিকের ওপর মার্কসের একটা জোরালো

প্রভাব ছিল? এবং আপনি কি প্রথম আন্তর্জাতিকে মার্কসের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রভাব এবং শ্রমিকদের মধ্যে তাঁর তাত্ত্বিক কাজের প্রভাবটা দেখেছেন? সর্বোপরি ঠিক সেই সময়ে উনি *ক্যাপিটাল* লিখছেন, যার প্রথম ভল্যুম প্রকাশিত হয় ১৮৬৭-তে।

MM: নিশ্চয়! কিন্তু আমরা এটাও বলতে পারি যে, শুধু প্রথম আন্তর্জাতিকের ওপরই মার্কসের প্রভাব ছিল না, মার্কসের ওপরও প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রভাব ছিল। ১৮৬৪ থেকে ১৮৭২ অবধি মার্কস শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। সেই সময়ে মার্কস নতুন চিন্তায় প্রাণিত হয়েছিলেন, পুরোনো ধ্যানধারণাকে পালটাচ্ছিলেন, সেগুলোকে আলোচনায় আনছিলেন, নিজের সামনে নতুন প্রশ্ন তুলে ধরছিলেন, বিশেষত সাম্যবাদী সমাজের বিস্তৃত রূপরেখা তৈরির মধ্যে দিয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজকে কঠোর সমালোচনার মুখে দাঁড় করাচ্ছিলেন। প্রথম আন্তর্জাতিকে মার্কসের ভূমিকা নিয়ে গোঁড়া সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গি হল এই যে তিনি তাঁর গবেষণায় যান্ত্রিকভাবে ইতিহাসের নানাস্তরের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা রেখেছেন। সোভিয়েতের এই মত একেবারেই অলীক।

এটাই আমার মত। প্রথম আন্তর্জাতিক যে জন্যে তৈরি হয়েছিল (দেড় লক্ষেরও বেশি শ্রমিক নিয়ে গঠিত যে-সংগঠন) এবং তার জন্যে মার্কসকে কৃতিত্ব দেওয়ার মধ্যে কোনো বিরোধ আমি দেখি না। উপরন্তু, আমার মতে, অন্যান্য সব কিছুর সঙ্গে, মার্কসের বুদ্ধিমত্তাকে স্বীকার করে নেওয়া অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত।

VO: কেউ বলতে পারে গ্রামসির মতে প্রথম আন্তর্জাতিক ছিল 'যৌথ বুদ্ধিমত্তা'।

MM: আমরা একথা বলতেই পারি। তবে গ্রামসির 'যৌথ বুদ্ধিমত্তা'র ধারণা বিংশশতাব্দীর রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে খাটে। কিন্তু প্রথম আন্তর্জাতিক জনসাধারণ ও নেতৃত্বের (এক্ষেত্রে জেনারেল কাউন্সিল) মধ্যে অঙ্গীকার ও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের এক চমৎকার উদাহরণ; গ্রামসির পরিভাষায় বলতে গেলে Comparteci-pazione attiva e consapevole (ফলপ্রদ ও সচেতন অংশগ্রহণ)। যাহোক, আমাদের কাছে পরিষ্কার যে, ওই অঙ্গীকার ও সম্পর্ক সেই সময়ে দুর্বলই ছিল, যেহেতু তৎকালীন শ্রমিক সংগঠনগুলোই বড়ো ঠুনকো ও অগভীর হত।

VO: যাহোক, প্রথম আন্তর্জাতিকের অস্তিত্ব খুব কম সময়ের জন্য ছিল, ১৮৬৪ থেকে ১৮৭৭ অবধি। সেদিক থেকে কি এটা ব্যর্থ? প্রচলিত ধারণা হল, নানা স্রোত ও জাতির মধ্যে অসমাধানযোগ্য দ্বন্দ্বের ফলে IWMA ভেঙে গেছে।

MM: রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং নেতৃত্বের মধ্যেকার কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে প্রথম আন্তর্জাতিকের ভাঙন নিশ্চিতভাবেই ত্বরান্বিত হয়েছে। যদি কেউ

বলে, মার্কস আর বাকুনিনের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে প্রথম আন্তর্জাতিকের সংকট ঘনীভূত হয়েছে, তাহলে সেটা খুবই ভাববাদী চিন্তা হবে। বরং বলা যায় তখন পৃথিবীতে এমন এমন পরিবর্তন হচ্ছিল যে, তার ফলে প্রথম আন্তর্জাতিক অচল হয়ে গিয়েছিল। শ্রমিক সংগঠনগুলোর বৃদ্ধি ও রূপান্তর; জাতি-রাষ্ট্রের শক্তিশালী হয়ে ওঠা, ফলত ইতালি আর জার্মানির সংযুক্তিকরণ; স্পেন আর ইতালিতে প্রথম আন্তর্জাতিকের বিস্তার (যে দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্র ব্রিটেন কিংবা ফ্রান্স থেকে অনেক আলাদা); প্যারি কমিউনের পরে নেমে আসা নিপীড়ন: এই সব কিছু মিলিয়ে নতুন সময়ে প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রাথমিক রূপরেখা বেমানান হয়ে পড়ে।

আপনার প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তরে বলি, এটা আদৌ ব্যর্থ হয়নি। উপরন্তু, যদিও প্রথম আন্তর্জাতিক মাত্র কয়েক বছরের জন্য টিকেছিল, এর কর্মীদের ধন্যবাদ এই জন্য যে, (১) এরা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান অর্জন করেছিল, (২) নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে অনেক বেশি সচেতন হয়েছিল, (৩) নিজেদের অধিকার আর স্বার্থের পক্ষে নতুন ও উন্নত ধরনের সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল। আমার মনে হয়, এর বৈপ্লবিক বার্তা তৎকালীন সংগঠনগুলোর তুলনায় অনেক বেশি ফলপ্রসূ হয়েছিল। তাই এর জীবদ্দশা ঠিক কতদিনের তাতে কিছু আসে-যায় না।

আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। জাতি, ভাষা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির বহুত্ব নিয়ে চলার নানা অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও, প্রথম আন্তর্জাতিক বহু বহু সংগঠন এবং স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের মধ্যে একতা ও সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিল। এর সবচেয়ে বড়ো যোগ্যতা হল, এ প্রমাণ করে দিয়েছিল শ্রেণি সংহতি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কতখানি হতে পারে।

প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিককে উপলব্ধি করাতে পেরেছিল যে, শ্রমিকের মুক্তি একটি দেশে অর্জিত হতে পারে না, এর বিশ্বজনীন লক্ষ্য থাকবে। শ্রমিকদের এও বলা হয়েছিল যে, তাদের নিজেদের লক্ষ্য নিজেদের অর্জন করতে হবে, নিজেদের সংগঠনের মধ্যে দিয়ে, অন্য কারুর হাতে দায়িত্ব দিয়ে নয়। আর এখানেই মার্কসের মৌলিক তাত্ত্বিক অবদান—ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিহিত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতেই হবে, প্রয়োজনীয় চেষ্টার মধ্যে দিয়ে এর উন্নতিসাধন কখনোই শোষণ আর সামাজিক অবিচারকে দূর করতে পারবে না।

আমার মনে হয়, আজ আমরা ঠিক একইরকম অবস্থায় আছি। অবশ্য প্রশ্নটা শুধু রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

VO: মার্কস তাঁর *Critique of the Gotha Programme*-এ প্রথম

আন্তর্জাতিকের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, কিছু কিছু বিষয়ে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের কর্মসূচি প্রথম আন্তর্জাতিকের স্তর থেকে এক ধাপ পিছিয়ে ছিল। Lassalle-এর প্রভাব জার্মান সোশ্যালিস্টদের মধ্যে যথেষ্ট, কিন্তু প্রথম আন্তর্জাতিকে তার প্রভাব তেমন ছিল বলে মনে হয় না।

MM: হ্যাঁ, ঠিক। শেষ অবধি প্রথম আন্তর্জাতিকের কর্মসূচি সম্পূর্ণত ধনতন্ত্র-বিরোধী। অন্যদিকে ১৮৭৫ সালের গোথা কর্মসূচি আসলে Lassalleanism এবং Liebknecht-এর মার্কসবাদের দিশেহারা মিশ্রণ। কিন্তু প্রথম আন্তর্জাতিকে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের ভূমিকা নিয়ে (কিংবা সম্ভবত বলা ভালো 'ভূমিকাহীনতা' নিয়ে) অনেক কিছু বলার আছে।

জার্মানির প্রথম শ্রমিক পার্টি General Association of German Workers ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, নেতৃত্বে ছিলেন Lassalle-র শিষ্য Johann Baptist von Schweitzer। প্রথম আন্তর্জাতিকের সঙ্গে এই পার্টি কখনোই সংযুক্ত ছিল না, কিন্তু তার আশেপাশে ঘুরে বেড়াত। এরা ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী ছিল, গোঁড়া জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক কাজে বিশ্বাস করত। এরা Otto von Bismarck-এর সঙ্গে দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষায় কথা বলত এবং প্রথম আন্তর্জাতিকের গোড়ার বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক নিয়ে হয় কোনো উৎসাহ দেখায়নি, না হয় সামান্য উৎসাহ দেখিয়েছে। এই ঔদাসীন্যের কথা জার্মানির Social Democratic Worker's Party-র নেতা Wilhelm Liebknecht বলেছেন যিনি মার্কসের রাজনীতির প্রতি নৈকট্য অনুভব করতেন। শ্রমিকদের মধ্যে দুটো রাজনৈতিক সংগঠন থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রথম আন্তর্জাতিক নিয়ে সামান্যই উৎসাহ ছিল এবং মাত্র কয়েকজন এর সঙ্গে সংযুক্ত হতে চেয়েছে। নেতৃত্বের হাতে নিপীড়িত হবার ভয়ে প্রথম তিন বছর জার্মানরা এর অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে। ১৮৬৮-র পরে ছবিটা আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হতে থাকে যখন আন্তর্জাতিকের সুনাম ও সাফল্য ইউরোপে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সেই সময় থেকে দুই যুযুধান দল জার্মান শাখার প্রতিনিধিত্ব করতে চায়। Lassalle-পন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে Liebknecht দেখাতে চেষ্টা করেন যে, তাঁর সংগঠন মার্কসের কত নিকট, যদিও জার্মানির Social Democratic Worker's Party-র প্রথম আন্তর্জাতিকের সংযুক্তি ছিল অনেকটাই আনুষ্ঠানিক (কিংবা এঙ্গেলসের কথায় 'বিশুদ্ধ অতীন্দ্রিয়'), যার মধ্যে যৎসামান্য বাস্তবিক ও আদর্শগত প্রতিশ্রুতি ছিল। Social Democratic Worker's Party প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যে ১০,০০০-এর মতো সদস্যের নাম নথিভুক্ত হয়, এর মধ্যে মাত্র একশোজন ব্যক্তিগতভাবে আন্তর্জাতিকে যুক্ত হয়েছিল (Prussian Combination Law অনুযায়ী এই পদ্ধতি মেনে নেওয়া হয়েছিল)। আইনি বিষয়ের তুলনায় জার্মানদের দুর্বল আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রভাব অনেক বেশি বলে মনে করা হয় এবং ১৮৭০-এর দ্বিতীয়ার্ধে এদের আন্তর্জাতিকতাবাদ দুর্বলতর হতে থাকে, কারণ তারা অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম নিয়ে অনেক বেশি জড়িয়ে পড়েছিল।

VO: বাকুনিন সম্বন্ধে কিছু বলুন। বলা হয়ে থাকে যে, মার্কস-এঙ্গেলস প্রথম আন্তর্জাতিকে তাঁদের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। প্রতিষ্ঠিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ইতিহাস রচয়িতারা যেভাবে বাকুনিনকে দেখেছেন, আপনি সম্ভবত বাকুনিনকে তার চেয়ে বেশি ভালো চোখে দেখেন।

MM: এটা নৈরাজ্যবাদী প্রচার। যদি প্রথম আন্তর্জাতিকে কর্তৃত্বের সংস্কৃতি থেকে থাকে, তাহলে সেটা বাকুনিনের জন্য। মার্কস, এঙ্গেলস এবং প্রথম আন্তর্জাতিকদের অন্য নেতারা (অবশ্যই বাকুনিন তাদের মধ্যে একজন) চেয়েছিলেন তাঁদের চিন্তা সর্বোচ্চ কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হোক। এতে অদ্ভুত লাগার কিছু নেই। উদাহরণস্বরূপ, প্যারি কমিউনের পর যেসব দেশে প্রথম আন্তর্জাতিকের সংগঠন আছে, সেইসব দেশে স্থায়ী, সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন মার্কস। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন সংগ্রামকে অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল থেকে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে (পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আরও ভালো করে লড়তে ক্ষমতা দখল করা) ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনি স্বৈরাচারী ছিলেন বলেই এমনটা চেয়েছিলেন—এটা নয়।

একইসঙ্গে এটা বলাও ঠিক হবে না যে, বাকুনিন সমাজতান্ত্রিক ছিলেন না। যদিও তাঁর সাথে Prudhon-এর কিছু মিল আছে। Prudhon যে-কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অদম্য বিরোধী, বিশেষত রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব যেখানে সরাসরি। যদি বাকুনিনকে Prudhonian-দের সাথে এক পঙ্‌ক্তিতে ফেলি তাহলে সেটা মারাত্মক ভুল হবে। স্বাধীনচেতারা যখন 'সামাজিক বিপ্লবের রাজনীতির পক্ষে, বুর্জোয়া রাজনীতি এবং রাষ্ট্রের ধ্বংসের' জন্য লড়াই চালাচ্ছিল, তখন Prudhonian-রা সমস্ত ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিল। এর ফলে প্রথম আন্তর্জাতিককে গোড়ার দিকে বেশ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। এটা মানতে হবে যে, এরা প্রথম আন্তর্জাতিকের বিপ্লবী উপাংশের মধ্যেই ছিল, এবং এরা রাজনৈতিক ক্ষমতা, রাষ্ট্র এবং আমলাতন্ত্র নিয়ে সমালোচনামূলক প্রশ্ন তুলেছিল।

VO: প্রথম আন্তর্জাতিক যখন সক্রিয় ছিল, তখনও বিশ্বায়নের যুগ এমন একটা মাত্রায় ছিল যা আগে পরিলক্ষিত হয়নি। আজ আমরা এমনই একটা যুগে বাস করছি, বিশ্বায়ন ত্বরান্বিত হয়ে চলেছে, কিন্তু আমাদের কাছে কোনো আন্তর্জাতিক

নেই। আপনি কি মনে করেন এই ধরনের সংগঠনের আবার দরকার আছে, কিংবা ধনতন্ত্রের প্রতিরোধে অন্য পথ ও সম্ভাবনা আছে?

MM: বরং দেখা যাচ্ছে প্রথম আন্তর্জাতিকের দেড়শো বছরের ভিন্ন একটা প্রেক্ষিত আছে। বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণির পরাজয়ের যুগ শুরু হয়েছে এবং এরা গভীর সংকটের মধ্যে আছে। গোটা বিশ্ব জুড়ে দীর্ঘদিন ধরে চলেছে নিও লিবারালিজম। এই নীতির বিরুদ্ধে শ্রমিকরা একসময় লড়াই করেছিল এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জন করে ছিল। সেই নীতি আরও শোষণমূলক হয়ে আজ ফিরে এসেছে। কয়েক দশক ধরে শ্রমিক-অধিকারের ওপর হামলা শ্রমিক সংগঠনগুলোকে বাধ্য করেছে নতুন পথের সন্ধান করতে, বিশ্ব-ধনতন্ত্রের বিপুল ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়তে কোন পথে সংহতি ও সহযোগিতা বাড়ানো যায়। আগের মতো এখনও শ্রমিককে খুঁজে বার করতে হবে কীভাবে তাদের সংখ্যা ও প্রতিশ্রুতিকে একটা শক্তিতে পরিণত করা যায়, যে-শক্তি তাদের যথেষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধে দিতে পারে। চলতি ধারাকে বদলাতে প্রথম আন্তর্জাতিকের শিক্ষা নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। যদিও সংগঠনের রাজনীতিতে আংশিক পরিবর্তন করতে হবে, কারণ আমরা ভাবতে পারি না দেড়শো বছর আগের ধারণা আজও একইভাবে প্রযোজ্য হবে।

বিগত পঁচিশ বছরে একের পর এক বড়ো বড়ো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনা ঘটে গেছে: সোভিয়েতের পতন; পরিবেশগত সমস্যার গুরুত্ববৃদ্ধি; বিশ্বায়নের ফলে সামাজিক পরিবর্তন; এবং ইতিহাসে ধনতন্ত্রের একটা বড়ো সংকট হল, International Labour Organisation-এর দেওয়া তথ্য বলছে, ২০০৮ সাল থেকে আরও ২৭ মিলিয়ন (২ কোটি ৭০ লক্ষ) বেকার বৃদ্ধি পেয়ে বিশ্বে সংখ্যাটা মোট দাঁড়িয়েছে ২০০ মিলিয়নের (২০ কোটি) বেশি। উপরন্তু, বছরের পর বছর ধরে প্রবর্তিত অধিকতর 'নমনীয়' শ্রম-বাজারের 'সংস্কার' (শব্দটি সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আদতে এর যে প্রগতিমূলক অর্থ ছিল সেটা বদলে গেছে) শ্রমিক-ছাঁটাই সহজতর করেছে; ফলে বৈষম্য বেড়েছে—চাকরির ক্ষেত্রে উন্নতি হওয়ার কথাই নয়। বর্তমানে ইউরোপের দেশগুলোতে ভয়াবহ বেকারত্ব-বৃদ্ধি এই ব্যর্থতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তৎসত্ত্বেও, পৃথিবীর বেশিরভাগ জায়গায় সাম্প্রতিককালে যে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে উঠছে, সেই আন্দোলনের দাবির মধ্যে সাধারণভাবে সামাজিক সমতার কথা থাকলেও তাদের চিন্তায় নতুন সমস্যা এবং কাজের বাজারের ব্যাপক পরিবর্তন গুরুত্ব পায়নি। প্রকৃতপক্ষে, কিছু দিন আগে, অনেক গবেষক তাঁদের প্রবন্ধে লিখেছেন, 'কাজের বাজারের শেষ' দেখা যাচ্ছে। এভাবে যে শ্রমিকশ্রেণি

বিংশশতাব্দী জুড়ে প্রধান নেতৃত্বদায়ী ভূমিকায় ছিল ক্রমাগত তারা দুর্বল ও অপ্রধান অবস্থানে চলে গেছে। লগবগে শ্রম-বাজার, যেখানে চাকরির নিরাপত্তাহীনতা, অধিকার-হরণ বৃদ্ধির ফলে ইউনিয়নগুলো যুবক ও অভিবাসী শ্রমিকদের সংগঠিত করতে পারছে না।

তথাপি, যদি ধনতন্ত্রের বিশ্বায়ন শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয়, তাহলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি কিন্তু অনেক পথ সামনে এনে দিয়েছে; এর মধ্যে দিয়ে শ্রমিকরা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সংহতি বাড়াতে পারে। বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজি আর শ্রমের দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৬৪-তে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটির রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের প্রগাঢ় প্রাসঙ্গিকতা আছে, সংগঠনটির শিক্ষা আজ আগের চেয়ে অনেক বেশি উপযোগী হবে।

মূল রচনা: One the Legacy of the International Working Men's Association after 150 years, *MR* April 2015

অনুবাদ: সমীর সাহাপোদ্দার